ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৮২৭

আগরতলা,২৫ জুলাই,২০১৯

## রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি গুণগত শিক্ষার প্রসারের উপর জোর দিচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির নিজস্ব বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত তিনটি জায়গা নিয়ে আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাড়াও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির জন্য সম্ভাব্য তিনটি জায়গার অবস্থানগত দিক, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রস্তাবিত এই তিনটি জায়গা সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত হন এবং সার্বিক সবকিছু বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি গুণগত শিক্ষার প্রসারের উপর জোর দিচ্ছে। কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সরকার এই ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপর বিশেষ নজর দিচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ২০১২ সালে অনুমোদন দিলেও দীর্ঘদিন এটি স্থাপনের জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটির উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের দায়িত্বভার নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যের ছেলেমেয়েদের কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। আগরতলায় এন আই টি-তে অস্থায়ীভাবে চালু হওয়া এই প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। সভায় ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি পরিচালনার ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি সম্পর্কেও আলোচনা হয়। সভায় ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি স্থাপনের জন্য সম্ভাবনাময় তিনটি জায়গার বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেন উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ। তিনি জানান, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি স্থাপনের জন্য ১২৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৫৭.৫ শতাংশ, বেসরকারী শিল্প সংস্থার ৭.৫ শতাংশ এবং রাজ্য সরকার ৩৫ শতাংশ ব্যয়ভার বহন করবে। প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করে কিভাবে তৈরি করা যায় সেই বিষয়েও সভায় বিশদভাবে আলোচনা হয়। এদিনের সভায় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়াও সভায় জিরানীয়া এবং মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****